২০১৬ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের ইনোভেশন টিমের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন টিমের মাসিক সমন্বয় সভায় চিফ ইনোভেশন অফিসার জনাব মাহমুদা মিন আরা, অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ইনোভেশন অফিসারের উপস্থিতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের ২০১৬ সালের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। কর্মপরিকল্পনাটি নিম্নরূপ:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়:

১. সভা: ইনোভেশন টিম প্রতি মাসে একটি করে সভা করবে।
২. অধীনস্থ সংস্থায় ই-ফাইলিং সিস্টেম বাস্তবায়ন: এই মন্ত্রণালয়ের অধীন কমপক্ষে দুইটি সংস্থায় ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং ঐ দুইটি সংস্থায় ভার্চুয়াল অফিস প্রস্তুত করা হবে।
৩. Online application system on National Science & Technology Fellowship সফটওয়্যারটির এডমিন প্যানেল সংযোজন: Online application system on National Science & Technology Fellowship সফটওয়্যারটিতে এডমিন প্যানেলে শাখা কর্মকর্তাদের জন্য নতুন ব্যবহারকারী সংযোজন করা হবে।
৪. ইন্টারনেটের Bandwidth বৃদ্ধিকরণ: দাপ্তরিক কাজসহ ই-ফাইলিং সিস্টেম সহজে পরিচালনার জন্য ইন্টারনেটের বিদ্যমান গতি ১০ Mbps থেকে ১৫ Mbps-এ উন্নীত করা হবে।
৫. প্রশিক্ষণ: কম্পিউটারে বাংলা টাইপের ক্ষেত্রে ইউনিকোডের ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া অফিসে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবহারের জন্য উৎসাহ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। আইসিটিসহ নতুন নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
৬. ওয়েবসাইট তথ্যবহুল, আকর্ষণীয় এবং হালনাগদকরণ: ওয়েবসাইট তথ্যবহুল ও আকর্ষণীয় করা হবে এবং প্রতি কর্ম দিবসে হালনাগাদ করা হবে।
৭. মেলা: রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত ডিজিটাল অথবা আইসিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন:

১. ওয়েবসাইটে নতুন নতুন তথ্য প্রকাশ করা হবে।
২. ওয়েব সাইট, পারসোনাল ডিরেক্টরি, প্রকাশনা এবং বৈদেশিক ভ্রমন ডেটাবেজ আপডেট করা হবে।
৩. ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট এবং ওয়াই-ফাই সুবিধাধি বৃদ্ধি করা হবে।
৪. এইআরই এবং হেড অফিসে ইন্টারনেট Bandwidth বৃদ্ধি করা হবে।
৫. নিজস্ব ডোমেইন baec.gov.bd-তে ই-মেইল একাউন্ট তৈরি করা হবে।
৬. Patient management system আরো উন্নত করা হবে।

বাংলাদেশর বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর):

১। বিসিএসআইআর প্রদত্ত সকল নাগরিক সেবার সার্ভিস প্রোফাইল তৈরী করা।
২। বিসিএসআইআর-এর কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) টি নাগরিক সেবাকে অনলাইন ভিত্তিক করা।
৩। প্রতি মাসে ইনোভেশন টিমের কমপক্ষে একটি সভা করা।
৪। বিসিএসআইআরের বিদ্যমান ইন্টারনেট Bandwidth ১৬ এমবিপিএস হতে ২৫ এমবিপিএস-এ পরিবর্তন।

৫। বিসিএসআইআরের কমপক্ষে ৩০ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬। বিসিএসআইআরের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যাবলীর পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী করা।
৭। বিসিএসআইআরের ওয়েবসাইটকে আরো তথ্য বহুল ও আকর্ষনীয়করণ।
৮। জাতীয় আইসিটি নীতিমালায় বর্ণিত আইসিটি অ্যাকশান প্ল্যানের যথাযথ বাস্তবায়ন করা।
৯। বিসিএসআইআরের সীমিত পর্যায়ে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু করা।
১০। তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিসিএসআইআরের সকল পর্যায়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহারকে উৎসাহিতকরন।
১১। কম্পিউটারে বাংলা টাইপের ক্ষেত্রে ইউনিকোডের ব্যবহার উৎসাহিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
১২। বিসিএসআইআরের কার্যক্রম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার এবং জনগনের মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১৩। রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহিত আইসিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন মেলায় বিসিএসআইআরের অংশগ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর:

১। ইনোভেশন টিমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে নতুন নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন।
২। প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে ইনোভেশন টিমের মাসিক সভা আয়োজন করা।
৩। আইসিটিতে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য:
ক) বছরে ২০ ঘন্টার ইন হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
খ) বিসিসি বা কোন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে ৮ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ;
গ) ওয়েব পোর্টাল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৪। ৩৭ তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে পুরস্কার প্রাপ্ত উদ্ভাবনসমূহ অধিকতর উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা ;
৫। ৩৭ তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে অংশগ্রহণকারী সকল উদ্ভাবনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা সহযোগে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
৬। ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'নবীন বিজ্ঞানী' এর ৪ টি সংখ্যা প্রকাশ করা;
৭। ওয়েবপোর্টালকে হালনাগাদ ও আকর্ষণীয় করা;
৮। নতুন দুটি অনলাইন সুবিধা চালু করা;
৯। বিদ্যমান ওয়াইফাই এর গতি ৫ mbps থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ mbps করা;
১০। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের সাহায্যে সুবিধাভোগীদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা;
১১। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রোগ্রাম ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম বেগবান করার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ইনোভেশন ল্যাব স্থাপন করা এবং দুই প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে উপযুক্ত ইনোভেশনের প্রায়োগিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক):

১. ই-বুক প্রস্তুত - ২৪ টি
২. ই-বুক প্রস্তুত সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ - ০৬ টি
৩. ব্যান্সডক কর্তৃক সংগৃহীত/প্রাপ্ত তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড
৪. ব্যান্সডক ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার:

১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে কর্মরত জনবলকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
২। অফিসে স্থাপিত কম্পিউটারগুলোকে LAN (Local Area Network) এর আওতায় আনা।
৩। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের ওয়েবসাইট আকর্ষণীয় ও নিয়মিত হালনাগাদ রাখা।
৪। নভোথিয়েটারের প্রশাসনিক এরিয়াসহ অফিসের সকল এলাকায় WiFi স্থাপনের ব্যবস্থা করা
৫। LAN (Local Area Network) এর সার্ভারকে বাংলাদেশ সরকারের মূল কম্পিউটার নেটওয়ার্ক Backbone এর আওতায় আনা (যেমন: প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়)।
৬। নভোথিয়েটারের অবকাঠামোকে (যেমন: টিকেটিং সিস্টেম, সিসি ক্যামেরা, ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম, ডোর এক্সেস ইত্যাদি) পর্যায়ক্রমে আধুনিকায়ন ও কম্পিউটারাইজড করা।
৭। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের প্লানেটেরিয়াম শো-কে আধুনিকায়ন/ আপডেট করা।
৮। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইলেকট্রনিক পাঞ্চ কার্ড প্রণয়ন করা।
৯। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করা (ইলেকট্রনিক পাঞ্চ কার্ড, সিসি ক্যামেরা, স্ক্যানার, মেটাল ডিটেক্টর, আর্চওয়ে ইত্যাদির মাধ্যমে)।
১০। বিদেশী এবং দেশীদের জন্য ভিন্ন মূল্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।
১১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ করা।
১৩। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের প্লানেটেরিয়ামে রয়েছে Digital প্রযুক্তিতে নির্মিত অত্যাধুনিক equipment. এ সকল equipment এর সাহায্যে দর্শনার্থীদের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে বিনোদনের মাধ্যমে ধারণা প্রদান করা হচ্ছে। প্লানেটেরিয়ামে প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং তথ্য নির্ভর ফিল্ম ক্রয় ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৪। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য ও চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে নিয়মিত সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে দেশের জনগণ তথা দেশের ছাত্র সমাজকে অবহিত করা।
১৫। ভ্রাম্যমান মিনি প্লানেটেরিয়ামের ব্যবস্থা করে বিনোদনের মাধ্যমে জনগণকে বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা।
১৬। বিভিন্ন ধরনের সাইন্টিফিক এক্সিবিট ক্রয় করে স্থাপনের ব্যবস্থা করা।
১৭। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের রকেট, স্পেসসাটল ও স্যাটেলাইটের মডেল স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
১৮। বিভাগীয় শহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের শাখা স্থাপনের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ:

১। ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম: জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ তে দেশের যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় নাগরিক সেবা অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থাকরণের বিষয়টি উল্লেখ আছে। বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনাপূর্বক বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বাপশনিক) এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় ২০১৬ সালে ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম চালু করবে। অনলাইন ভিত্তিক সেবা ব্যবস্থা চালু হলে কর্তৃপক্ষের সেবা গ্রহণে গ্রহকদের সময় (Time), খরচ (Cost) এবং প্রতিষ্ঠানে আগমনের (Visit) সংখ্যা কমানোর মাধ্যমে নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে।
২। ই-ফাইলিং সিস্টেম: রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দাপ্তরিক কাজে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমাতে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করেছে। কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন টিম প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে দাপ্তরিক কাজে গতি-স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বাড়ানোর

মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ২০১৬ সালে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুকরণে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এতে করে ফাইলের স্তুপ নিয়ে আর ঘুরতে হবে না।

৩। অনলাইনে পেমেন্ট: বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে দেশব্যাপী বিকিরণ স্থাপনাসমূহে কর্মরত বিকিরণ কর্মীদের জন্য পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং পরীক্ষার আয়োজন করে। বর্তমানে ব্যাংকে গিয়ে গ্রাহকদের এই সংক্রান্ত ফি প্রদান করতে হচ্ছে। ইনোভেশন টিম Payment gateway এর মাধ্যমে অনলাইনে ফি চালুকরণের বিষয়টি বিবেচনা করছে - যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা বিকাশ বা কার্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষার ফি অনলাইনে প্রদান করতে পারেন। এতে ফি পরিশোধে ব্যয় এবং সময়ের অপচয় হ্রাস পাবে। দ্রুত ফি পরিশোধের মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হবে; সর্বোপরি কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের উপর আস্থা বাড়বে।

৪। নিয়ন্ত্রণমূলক সেবা সংক্রান্ত মোবাইল অ্যাপস: কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন টিম এটুআই প্রোগ্রাম বা এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় নিয়ন্ত্রণমূলক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল অ্যাপস তৈরী করবে। ফলাফল স্বরূপ স্টেকহোল্ডাররা নির্বিঘ্নে তাঁদের ঘরে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে সক্ষম হবেন।

৫। ই-টেন্ডারিং (ই-জিপি) সিস্টেম: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ই-গর্ভমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টাল (http://eprocure.gov.bd) তৈরী করেছে। এটি একমাত্র ওয়েব পোর্টাল যেখান থেকে এবং যার মাধ্যমে ক্রয়কারী সংস্থা এবং ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরাপদ ওয়েব ড্যাসবোর্ডের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারছেন। এমতাবস্থায় সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়ায় দরদাতাদের অবাধ অংশগ্রহণ ও সমসুযোগ সৃষ্টি এবং ক্রয় প্রক্রিয়ার দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিমের ২০১৬ সালের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার মধ্যে ই-টেন্ডারিং সিস্টেম চালুকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করছে।

৬। ওয়েবসাইট আকর্ষণীয়করণ: জনগণের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ইনোভেশন টিম এ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটটি (www.baera.gov.bd) আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কাজ করবে।

ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি):

১. গবেষণা কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিজ্ঞানীদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ।
২. বৈজ্ঞানিক সহকারী ও ল্যাবরেটরী সহগামীদের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চালনা ও কাজ সংশ্লিস্ট বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
৩. এনআইবির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য পেশাগত ও কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়, ইন্টারনেট ব্যবহার, ব্রাউজিং, ইমেইল আদান-প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
৪. জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম সম্পূর্ণভাবে চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।
৫. ইনস্টিটিউটে আইসিটি সেল খোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।
৬. পর্যায়ক্রমে সকল বিজ্ঞানীসহ প্রয়োজনীয় সকলের জন্য কম্পিউটার সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ।
৭. তথ্য সেবা প্রদানের জন্য ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ।
৮. অ্যাপস প্রস্তুতকরণ।
৯. বর্তমানে ইনস্টিটিউট হতে প্রদেয় এবং নিকট ভবিষ্যতে প্রদান করা হবে এরূপ সেবা সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইট আপলোডকরণ।
১০. নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠান ও কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
১১. আইসিটি সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের নির্দেশনা মোতাবেক নিয়মিত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট প্রেরণ।
১২. ডিজিটাল মেলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ।